বাক্য

মাংসে

খ্রীষ্ট-তত্ত্ব বিষয়ক
লিগনিয়্যার
বিশ্বাস-সূত্র

মূর্ত্তিমান

বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান

খ্রীষ্ট-তত্ত্ব বিষয়ক লিগনিয়্যার বিশ্বাস-সূত্র

Ligonier Ministries

Copyright © 2016 by Ligonier Ministries
দ্বিতীয় সংস্করণ

শাস্ত্রাংশের উদ্ধৃতিসমূহ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ২০০১ সনে প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল থেকে নেয়া হয়েছে। তবে চলতি বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্ট কে? অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিই যীশু সম্পর্কে কিছু না কিছু মতামত প্রকাশ করে থাকেন। এই মতামতগুলোর কোন কোনটি অলীক, অজ্ঞাত বা নিকৃষ্টতম ধর্ম-ভ্রষ্টতার শামিল। যীশু বিষয়ক সত্যতা কেবলই সামান্য কোন মতামত নয়, গুরুত্বপূর্ণ বটে, ... বস্তুত এর গুরুত্ব অনন্তকালীন।

যারা খ্রীষ্টান নাম বহন করে, তারা খ্রীষ্টের শিষ্যগণের মত তাঁকে অনুসরণ করতে চান। তারা খ্রীষ্ট-তত্ত্ব—খ্রীষ্ট সম্পর্কিত মতবাদকে ধারণ করেন যা খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রতিফলিত করে। এই খ্রীষ্ট-তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে পারে। এটি শাস্ত্রের উপরে বাইবেল-ভিত্তিক প্রত্যাদেশের গভীরতা এবং ঐতিহাসিক খ্রীষ্টীয় প্রতিফলন প্রকাশ করতে পারে, অথবা এটি উপন্যাস হতে পারে এবং ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে। এতে মনে হতে পারে যেন প্রকাশিত কোন খ্রিষ্টান খ্রীষ্ট-তত্ত্বে দুর্বল নন।

যেহেতু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা খ্রীষ্টানত্বের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু মণ্ডলী শত শত বছর যাবৎ, আমাদের কল্পনাপ্রসূত খ্রীষ্টকে নয়, কিন্তু ইতিহাস ও কিতাবের খ্রীষ্টকে ঘোষণায় শ্রম দিয়েছে। নাইসীয় বিশ্বাস-সূত্র, স্যালসেডোনীয় রূপরেখা, হিডেলবার্গ ক্যাটেকিজম, এবং ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন-এর মত বিশ্বাসের ঐতিহাসিক বিবৃতিগুলোতে, খ্রীষ্টানরা মসিহের উপরে বাইবেল-ভিত্তিক শিক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বর্তমানে, এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো প্রায়শই উপেক্ষিত ও ভুলভাবে বুঝা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে ব্যাপক-বিস্তৃত বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। খ্রীষ্টের গৌরবার্থে এবং তাঁর লোকদের আত্মিক শুদ্ধিকরণ কল্পে, খ্রীষ্ট-তত্ত্ব সম্পর্কিত লিগনিয়্যার বিবৃতি ঐতিহাসিক, মূলধারার, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বাইবেল-ভিত্তিক খ্রীষ্ট-তত্ত্বকে এমন রূপে সুরক্ষিত করেছে, যেন তা সহজে স্বীকার্য হয়, মণ্ডলীর ধৈর্যশীল শিক্ষাদানে সহায়তার উপযুক্ত হয়, এবং এমন এক সাধারণ স্বীকারোক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম যাকে ঘিরে বিভিন্ন মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গ মিশন-কাজে একসাথে অগ্রসর হতে পারে। এই বিবৃতি মণ্ডলীর ঐতিহাসিক বিশ্বাস-সূত্র ও স্বীকারোক্তির স্থলাভিষিক্ত নয়, বরং পরিপূরক যা খ্রীষ্ট কে এবং তিনি কি করেছেন সে বিষয়ে তাদের সম্মিলিত শিক্ষাকে ফুটিয়ে তোলে। খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করুন।

মাংসে-মূর্ত্তিমান ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের ভাববাদী, যাজক ও রাজার নামে।

আর. সি. স্প্রাউল
বসন্ত কাল, ২০১৬

আমরা স্বীকার করি ঈশ্বরের মাংসে মূর্ত্তমান হওয়ার
রহস্য ও বিস্ময়
এবং আমরা আনন্দ বোধ করি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
আমাদের মহৎ পরিত্রাণে।

পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে,
পুত্র সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করলেন,
সমস্ত কিছুকেই স্থির রাখেন,
এবং সমস্ত কিছুকে নতুন করে তোলেন।
সত্যিকার ঈশ্বর হয়েও,
তিনি সত্যিকার মানুষ হলেন,
একই ব্যক্তিতে দু' স্বভাব-বিশিষ্ট হলেন।

তিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন
এবং আমাদের মাঝে বাস করলেন।
ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও কবরস্থ হলেন,
তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন,
স্বর্গে আরোহণ করলেন,
এবং স্ব-গৌরবে ও বিচার করতে
আবার আসবেন।

আমাদের জন্য,
তিনি ব্যবস্থা পালন করলেন,
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলেন,
এবং ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করলেন।
তিনি আমাদের মলিন বস্ত্র খুলে নিলেন,
এবং আমাদেরকে তাঁর
ধার্মিকতার রজ্জু পরালেন।

তিনিই আমাদের ভাববাদী, যাজক ও রাজা,
তাঁর মণ্ডলী গেঁথে তুলছেন,
আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছেন,
এবং সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব করছেন।

যীশু খ্রীষ্ট প্রভু;
আমরা চিরকাল তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করি।

আমেন।

ঘোষণা
ও
প্রত্যাখান

শাস্ত্রের প্রমাণসহ

অনুচ্ছেদ ১ আমরা ঘোষণা করছি যে, যীশু ইতিহাসে মাংসে মূর্ত্তিমান হওয়া ঈশ্বরের অনন্তকালীন পুত্র, পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি খ্রীষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট।[১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, যীশু খ্রীষ্ট কেবলই মানুষ বা প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর এক কাল্পনিক সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ ২ আমরা ঘোষণা করছি যে, ত্রিত্ত্ব-ঈশ্বরের ঐক্যের মধ্যে অনন্তকালীন একজাত পুত্র, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম-সত্ত্বাবান, পরস্পর-সমান ও সহ-চিরন্তন।[২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, পুত্র কেবল সামান্য অর্থে ঈশ্বরেরই মত, অথবা তিনি কেবল সরল অর্থে পিতা কর্তৃক তাঁর পুত্র হিসেবে দত্তককৃত। আমরা প্রত্যাখান করি যে, অস্তিত্বশীল ত্রিত্বে পিতার কাছে পুত্রের অনন্তকালীন অধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৩ আমরা ঘোষণা করছি যে, নাইসীয় ও স্যালসেডোনীয় বিশ্বাস-সূত্র অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট সত্যিকার ঈশ্বর এবং সত্যিকার মানুষ উভয়ই, এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টো স্বভাব চিরকালের তরে সংযুক্ত।[৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, পুত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাখান করি এমন কোন সময়কে যখন পুত্র ঈশ্বর ছিলেন না। আমরা প্রত্যাখান করি যে ইতিহাসে পুত্রের মাংসে মূর্ত্তিমানের পূর্বে যীশু খ্রীষ্টের মানব দেহ ও আত্মা বিদ্যমান ছিল।

---

[১] আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন ... আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন। আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ (যোহন ১:১,১৪)। গীত ১১০:১; মথি ৩:১৭; ৮:২৯; ১৬:১৬; মার্ক ১:১, ১১; ১৫:৩৯; লূক ২২:৭০; যোহন ৪:২৫-২৬; প্রেরিত ৫:৪২; ৯:২২; গালাতীয় ৪:৪; ফিলিপীয় ২:৬; কলসীয় ২:৯; ইব্রীয় ৫:৭; ১ যোহন ৫:২০ পদগুলোও দেখুন।

[২] অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তাইজ কর (মথি ২৮:১৯)। যোহন ১:১৮; ৩:১৬-১৮; ১০:৩০; ২০:২৮; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪; ইফিষীয় ২:১৮ পদগুলোও দেখুন।

[৩] কেননা তাঁতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকভাবে বাস করে; এবং তোমরা তাঁতে পূর্ণীকৃত হয়েছ, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মস্তক (কলসীয় ২:৯)। লূক ১:৩৫; যোহন ১০:৩০; রোমীয় ৯:৫; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ১ পিতর ৩:১৮ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৪ আমরা ঘোষণা করছি, ব্যক্তি-স্থিত মিলনকে, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের দু' স্বভাব তাঁর একক ব্যক্তিতে কোন মিশ্রণ, বিভ্রান্তি, বিভাজন বা বিচ্ছেদ ছাড়াই সংযুক্ত।[৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে এই দুই স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য করলে সেগুলোকে আলাদা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫ আমরা ঘোষণা করছি যে, যীশু খ্রীষ্টের মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়াতে, তাঁর ঈশ্বর ও মানব স্বভাব স্ব স্ব গুণাবলি বজায় রাখে। আমরা ঘোষণা করছি যে উভয় স্বভাবের গুণাবলি এক ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টেতে অন্তর্গত।[৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের মানব-স্বভাবে ঈশ্বরত্বের গুণাবলি রয়েছে বা ঈশ্বর-স্বভাব ধারণ করতে পারে। আমরা প্রত্যাখান করি যে ঈশ্বর-স্বভাব মানব-স্বভাবে ঈশ্বরত্বের গুণাবলি আরোপ করে। আমরা প্রত্যাখান করি যে পুত্র মাংসে-মূর্ত্তিমান অবস্থায় তাঁর ঈশ্বরত্বের কোনো গুণাবলি সরিয়ে রেখেছেন বা পরিত্যাগ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৬ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি, আর তিনি সত্যিকার মানবত্বের মানদণ্ড, এবং আমাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা শেষমেষ তাঁর প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হব।[৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট সত্যিকারের মানুষের চেয়ে নীচু ছিলেন, আর তিনি কেবল মানুষ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন, বা তিনি যুক্তিসংগত মানব আত্মার ঘাটতিতে ছিলেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে ব্যক্তি-স্থিত মিলনে পুত্র মানব স্বভাবের পরিবর্তে মানব ব্যক্তি হিসেবে অনুমীত হলেন।

---

[৪] শিমোন পিতর উত্তর করে বললেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" যীশু উত্তর করে তাঁকে বললেন, "হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার কাছে এটি প্রকাশ করে নি, কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতা প্রকাশ করেছেন" (মথি ১৬:১৬-১৭)। লূক ১:৩৫, ৪৩; যোহন ১:১-৩; ৮:৫৮; ১৭:৫; প্রেরিত ২০:২৮; রোমীয় ১:৩; ৯:৫; ২ করিন্থীয় ৮:৯; কলসীয় ২:৯; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ১ পিতর ৩:১৮; প্রকাশিত বাক্য ১:৮, ১৭; ২২:১৩ পদগুলোও দেখুন।

[৫] খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তা তোমাদের মধ্যেও হোক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকতে তিনি ঈশ্বরের সাথে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয় জ্ঞান করলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন, মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন (ফিলিপীয় ২:৫-৭)। মথি ৯:১০; ১৬:১৬; ১৯:২৮; যোহন ১:১; ১১:২৭, ৩৫; ২০:২৮; রোমীয় ১:৩-৪; ৯:৫; ইফিষীয় ১:২০-২২; কলসীয় ১:১৬-১৭; ২:৯-১০; ১ তীমথিয় ৩:১৬; ইব্রীয় ১:৩, ৮-৯; ১ পিতর ৩:১৮; ২ পিতর ১:১ পদগুলোও দেখুন।

[৬] ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁতেই সকলই সৃষ্ট হয়েছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যা কিছু আছে, সিংহাসন হোক, কি প্রভুত্ব হোক, কি আধিপত্য হোক, কি কর্তৃত্ব হোক, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে (কলসীয় ১:১৫-১৬)। রোমীয় ৮:২৯; ২ করিন্থীয় ৪:৪-৬; ইফিষীয় ৪:২০-২৪; ইব্রীয় ১:৩-৪ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৭ আমরা ঘোষণা করছি যে সত্যিকার মানুষ হিসেবে, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিনম্রতার অবস্থায় মানব স্বভাবের সমস্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ দুর্বলতাগুলোকে ধারণ করেছিলেন। আমরা ঘোষণা করছি যে তাঁকে সর্ব দিক থেকে আমাদের মতো করা হয়েছে, তবুও তিনি নিষ্পাপ ছিলেন।[৭]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট পাপ করেছিলেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট সত্যই যাতনা, প্রলোভন বা ক্লেশের অভিজ্ঞতা পাননি। আমরা প্রত্যাখান করি যে পাপ সত্যিকার মানবত্বের অন্তর্নিহিত অংশ, বা যীশু খ্রীষ্টের পাপহীনতা তাঁর সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সাথে অসংগতিপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ৮ আমরা ঘোষণা করছি যে ঐতিহাসিক যীশু খ্রীষ্ট, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, অলৌকিকভাবে গর্ভধারীত হয়েছিলেন, এবং কুমারী মরিয়ম হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা স্যালসেডোনীয় বিশ্বাস-সূত্রের সাথে ঘোষণা করছি যে তাঁকে যথার্থই ঈশ্বরের মা আখ্যায়িত করা হয়েছে এই অর্থে যে তার জন্ম-দত্ত সন্তান ঈশ্বরের মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া পুত্র, যিনি পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি।[৮]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট মরিয়মের কাছ থেকে তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব পেয়েছিলেন বা তাঁর পাপহীনতা মরিয়ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

---

[৭] অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁর উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-যাজক হন। কেননা তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন বলে পরীক্ষিতগণের সাহায্য করতে পারেন (ইব্রীয় ২:১৭-১৮)। মীখা ৫:২; লূক ২:৫২; রোমীয় ৮:৩; গালাতীয় ৪:৪; ফিলীপিয় ২:৫-৮; ইবরানি ৪:১৫ পদগুলোও দেখুন।

[৮] পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একজন কুমারীর নিকট প্রেরিত হলেন, তিনি দায়ূদ-কূলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হয়েছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম (লুক ১:২৬-২৭)। মথি ১:২৩; ২:১১; লূক ১:৩১, ৩৫, ৪৩; রোমীয় ১:৩; গালাতীয় ৪:৪ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ৯ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন শেষ আদম, যিনি তাঁর উপরে নিরূপিত কাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন যেখানে প্রথম আদম ব্যর্থ হয়েছেন, এবং যীশু খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহের মস্তক।[৯]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট পতিত মানব প্রকৃতি ধারণ করেছিলেন বা উত্তরাধিকার-সূত্রে আদি পাপ বহন করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ১০ আমরা ঘোষণা করছি যীশু খ্রীষ্টের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা, যে তাঁর সিদ্ধ জীবনে তিনি আমাদের পক্ষে ব্যবস্থার ধার্মিক দাবিগুলো সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেছিলেন, এবং ক্রুশে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদের পাপের শাস্তি বহন করেছেন।[১০]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট কোন দিক থেকেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করতে বা পরিপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে তিনি নৈতিক ব্যবস্থা রহিত করেছেন।

---

[৯] অতএব যেমন এক মানুষ দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মানুষের কাছে উপস্থিত হল, কেননা সকলেই পাপ করল; কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকলে পাপ গণিত হয় না। তথাপি যারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে পাপ করে নি, আদম অবধি মোশি পর্যন্ত তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করেছিল। আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু অপরাধ যেরূপ, অনুগ্রহ-দানটি সেরূপ নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মরল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আর এক ব্যক্তির – যীশু খ্রীষ্টের – অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়ে পড়ল। আর, এক ব্যক্তি পাপ করাতে যেমন ফল হল, এই দান তেমন নয়; কেননা বিচার এক ব্যক্তি হতে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত, কিন্তু অনুগ্রহ-দান অনেক অপরাধ হতে ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত। কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা-দানের উপচয় পায়, তারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করবে। অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মানুষের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হল, তেমনি ধার্মিকতার একটি কার্য দ্বারা সকল মানুষের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হল। কারণ যেমন সেই এক মানুষের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলে ধরা হল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে। আর ব্যবস্থা তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হল, যেন অপরাধের বাহুল্য হয়; কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়ে পড়ল; যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার অনুগ্রহ ধার্মিকতা দ্বারা, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, রাজত্ব করে (রোমীয় ৫:১২-২১)। ১ করিন্থীয় ১৫:২২, ৪৫-৪৯; ২:১৪-১৬; ৫:২৩; কলসীয় ১:১৮ পদগুলোও দেখুন।

[১০] কারণ যেমন সেই এক মানুষের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলে ধরা হল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে (রোমীয় ৫:১৯)। মথি ৩:১৫; যোহন ৮:২৯; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ফিলিপীয় ২:৮; ইব্রীয় ৫:৮ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১১ আমরা ঘোষণা করছি যে ক্রুশে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের পাপের জন্য শাস্তি-বহনকারী বিকল্প প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করে এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং পাপ, মৃত্যু ও শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন।[১১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু শয়তানের কাছে মুক্তির মূল্যস্বরূপ ছিল। আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু শুধু এক দৃষ্টান্ত মাত্র, বা শয়তানের উপর শুধুমাত্র এক বিজয় মাত্র, বা ঈশ্বরের নৈতিক শাসনের এক প্রদর্শন মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১২ আমরা ঘোষণা করছি দ্বৈত-আরোপণ মতবাদকে, যে আমাদের পাপ যীশু খ্রীষ্টের উপর আরোপিত এবং তাঁর ধার্মিকতা বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে।[১২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে বিনা বিচারে পাপ উপেক্ষিত। আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের সক্রিয় বাধ্যতা আমাদের উপর আরোপিত নয়।

অনুচ্ছেদ ১৩ আমরা ঘোষণা করছি যে তৃতীয় দিনে যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি সশরীরে বহুজন কর্তৃক প্রত্যক্ষ হয়েছেন।[১৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু কেবল প্রতীয়মান হয়েছে, বা শুধুমাত্র তাঁর আত্মা টিকে থাকল, বা তাঁর পুনরুত্থান শুধুমাত্র তাঁর অনুসারীদের অন্তরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

---

[১১] তাঁকেই ঈশ্বর তাঁর রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করেছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান – কেননা ঈশ্বর সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হয়েছিল - যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস আনে, তাকেও ধার্মিক গণনা করেন (রোমীয় ৩:২৫-২৬)। যিশাইয় ৫৩; রোমীয় ৫:৬, ৮, ১৫; ৬:১০; ৭:৪; ৮:৩৪; ১৪:৯, ১৫; ১ করিন্থীয় ১৫:৩; ইফিষীয় ৫:২; ১ থিষলনীকীয় ৫:১০; ২ তীমথিয় ২:১১; ইব্রীয় ২:১৪, ১৭; ৯:১৪-১৫; ১০:১৪; ১ পিতর ২:২৪; ৩:১৮; ১ যোহন ২:২; ৩:৮; ৪:১০ পদগুলোও দেখুন।

[১২] যিনি পাপ জানেন নি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই (২ করিন্থীয় ৫:২১)। মথি ৫:২০; রোমীয় ৩:২১-২২; ৪:১১; ৫:১৮; ১ করিন্থীয় ১:৩০; ২ করিন্থীয় ৯:৯; ইফিষীয় ৬:১৪; ফিলিপীয় ১:১১; ৩:৯; ইব্রীয় ১২:২৩ পদগুলোও দেখুন

[১৩] ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করেছি, এবং এটি আপনিও পেয়েছি যে, শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, ও কবর প্রাপ্ত হলেন, আর শাস্ত্র অনুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হয়েছেন; আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৫)। যিশাইয় ৫৩; মথি ১৬:২১; ২৬:৩২; ২৮:১-১০; যোহন ২১:১৪; প্রেরিত ১:৯-১১; ২:২৫, ৩২; ৩:১৫, ২৬; ৪:১০; ৫:৩০; ১০:৪০; রোমীয় ৪:২৪-২৫; ৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৮-১০ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১৪ আমরা ঘোষণা করছি যে তাঁর মহিমান্বিত অবস্থায় যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের প্রথম ফল, আর তিনি পাপ ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করেছেন, এবং তাঁর সাথে মিলনে আমরাও পুনরুত্থিত হব।[১৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থিত দেহ বাগানের কবরে সমাধিপ্রাপ্ত দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের পুনরুত্থান আমাদের দেহ সমেত নয়, কিন্তু আত্মার পুনরুত্থান মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১৫ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে আরোহণ করলেন, আর তিনি বর্তমানে রাজা হিসেবে রাজত্ব করছেন, এবং তিনি পরাক্রম ও মহিমায় দৃশ্যনীয় রূপে প্রত্যাবর্তন করবেন।[১৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে ভ্রান্তিতে ছিলেন।

অনুচ্ছেদ ১৬ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁর আত্মা ঢেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বর্তমান আসীন অবস্থায় তিনি সমস্ত কিছুর উপর রাজত্ব করছেন, তাঁর লোকেদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছেন এবং তাঁর মণ্ডলী গঠন করছেন, যার একমাত্র প্রধান তিনিই।[১৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট রোমের বিশপকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, বা যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি মণ্ডলীর প্রধান হতে পারে।

---

[১৪] কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ ... মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?" (১ করিন্থীয় ১৫:২০,৫৫)। রোমীয় ৫:১০; ৬:৪, ৮, ১১; ১০:৯; ১ করিন্থীয় ১৫:২৩; ২ করিন্থীয় ১:৯; ৪:১০-১১; ইফিষীয় ২:৬; কলসীয় ২:১২; ২ থিষলনীকীয় ২:১৩; ইব্রীয় ২:৯, ১৪; ১ যোহন ৩:১৪; প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪; ২০:১৪ পদগুলোও দেখুন।

[১৫] অতএব তাঁরা একত্র হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে। এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে নীত হলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁদের দৃষ্টিপথ হতে তাঁকে গ্রহণ করল। তিনি যাচ্ছেন, আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, এমন সময়ে, দেখ, শুক্লবস্ত্র পরিহিত দু' জন পুরুষ তাঁদের নিক দাঁড়ালেন; আর তাঁরা বললেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হতে স্বর্গে ঊর্ধ্বে নীত হলেন, তাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করতে দেখলে, সেরূপে উনি আগমন করিবেন (প্রেরিত ১:৬-১১)। লূক ২৪:৫০-৫৩; প্রেরিত ১:২২; ২:৩৩-৩৫; ইফিষীয় ৪:৮-১০; ১ তীমথিয় ৩:১৬ পদগুলোও দেখুন।

[১৬] আর তিনি সমস্তই তাঁর চরণের নিচে বশীভূত করলেন, এবং তাঁকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করে মণ্ডলীকে দান করলেন (ইফিষীয় ১:২২)। প্রেরিত ২:৩৩; ১ করিন্থীয় ১১:৩-৫; ইফিষীয় ৪:১৫; ৫:২৩; কলসীয় ১:১৮ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ১৭ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত লোকের বিচার করার জন্য গৌরবের সাথে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সবশেষে তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করবেন, মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন, এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করবেন যেখানে তিনি ধার্মিকতার সাথে রাজত্ব করবেন।[১৭]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাঁর আগমন ও এর অনুচর ঘটনাগুলোকে প্রতীকী রূপে দেখা উচিত।

অনুচ্ছেদ ১৮ আমরা ঘোষণা করছি যে যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করে, তাদের তাঁর অনন্তকালীন রাজ্যে স্বাগত জানানো হবে, কিন্তু যারা তাঁতে বিশ্বাস করে না, তারা নরকে অনন্ত সচেতন শাস্তি ভোগ করবে।[১৮]

আমরা প্রত্যাখান করি যে প্রত্যেক ব্যক্তি পরিত্রাণ পাবে। আমরা প্রত্যাখান করি যে যারা যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তাদের সত্ত্বানাশ হবে।

অনুচ্ছেদ ১৯ আমরা ঘোষণা করছি যে পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার আগে থেকেই যারা যীশু খ্রীষ্টেতে মনোনীত, এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সাথে যুক্ত, তারা তাঁর সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলন উপভোগ করে। আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্টেতে আমরা প্রত্যেকে আত্মিক আশীর্বাদ উপভোগ করছি, যার মধ্যে রয়েছে ন্যায্যতা, দত্তকতা, পবিত্রকরণ ও গৌরবান্বিতকরণ।[১৯]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর উদ্ধারজনক কাজকে পৃথক করা যেতে পারে। আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টকে ছাড়াই আমরা যীশু খ্রীষ্টের উদ্ধারজনক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমরা প্রত্যাখান করি যে তাঁর দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলীর সাথে এক না হয়েও আমরা যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক হতে পারি।

---

[১৭] আর তিনি আদেশ করলেন, যেন আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন (প্রেরিত ১০:৪২)। যোহন ১২:৪৮; ১৪:৩; প্রেরিত ৭:৭; ১৭:৩১; ২ তীমথিয় ৪:১, ৮ পদগুলোও দেখুন।

[১৮] মনুষ্য-পুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করবেন; তাঁরা তাঁর রাজ্য হতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মাচারীদেরকে সংগ্রহ করবেন, এবং তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে। তখন ধার্মিকেরা আপন পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হবে। যার কান থাকে, সে শুনুক (মথি ১৩:৪১-৪৩)। যিশাইয় ২৫:৬-৯; ৬৫:১৭-২৫; ৬৬:২১-২৩; দানিয়েল ৭:১৩-১৪; মথি ৫:২৯-৩০; ১০:২৮; ১৮:৮-৯; মার্ক ৯:৪২-৪৯; লূক ১:৩৩; ১২:৫; যোহন ১৮:৩৬; কলসীয় ১:১৩-১৪; ২ থিষলনীকীয় ১:৫-১০; ২ তীমথিয় ৪:১, ১৮; ইব্রীয় ১২:২৮; ২ পিতর ১:১১; ২:৪; প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫ পদগুলোও দেখুন।

[১৯] ফলতঃ আমরা কি যীহুদি কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হয়েছি, এবং সকলেই এক আত্মা হতে পায়িত হয়েছি (১ করিন্থীয় ১২:১৩)। যোহন ১৪:২০;

অনুচ্ছেদ ২০ আমরা ঘোষণা করছি শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদকে, যে ঈশ্বর আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা কাজ ছাড়াই, কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজে শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাস দ্বারা, কেবল মাত্র তাঁর অনুগ্রহের কাজ দ্বারা আমাদেরকে ধার্মিক ঘোষণা করেন। আমরা ঘোষণা করি যে 'শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতা' মতবাদটি প্রত্যাখান করা সুসমাচারকে প্রত্যাখান করা।[২০]

আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের মধ্যে অনুগ্রহের কোনো সংমিশ্রণের ভিত্তিতে আমরা পরিত্রাণ পাই। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমরা আমাদের মধ্যে সহজাতভাবে ধার্মিক হলেই কেবল ন্যায্য-গণিত হই। আমরা প্রত্যাখান করি যে এই পরিত্রাণ এখন বা যে কোন সময় আমাদের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে।

অনুচ্ছেদ ২১ আমরা ঘোষণা করছি পবিত্রকরণের মতবাদকে, যে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্টের কাজের ভিত্তিতে, আমাদেরকে পাপের রাজত্বকারী শক্তি থেকে মুক্ত করেন, আমাদের পৃথক করেন, এবং আরও অধিকতর রূপে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ করে আমাদের পবিত্র করে তোলেন। আমরা ঘোষণা করছি যে পবিত্রকরণ ঈশ্বরের অনুগ্রহেরই কাজ এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে ন্যায্যতার সাথে যুক্ত, যদিও তা ন্যায্যতা থেকে ভিন্ন। আমরা ঘোষনা করছি যে পবিত্রকরণের এই ঐশ্বরিক কাজে আমরা কেবল নিষ্ক্রিয় নই, বরং পাপের উদ্দেশ্যে মারা যেতে এবং প্রভুতে বাধ্য জীবন-যাপন করতে আমাদের চলমান প্রচেষ্টায় আমরা অনুগ্রহের নির্ধারিত উপায়ে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে দায়িত্বশীল।[২১]

আমরা প্রত্যাখান করি যে একজন ব্যক্তি পবিত্রকরণে যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলনের তাৎক্ষণিক ফল ব্যতিরেকে ন্যায্য-গণিত। আমরা প্রত্যাখান করি যে আমাদের সৎকর্মগুলো, যদিও যীশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ন্যায্যতা-গণিত করার যোগ্য। আমরা প্রত্যাখান করি যে এই জীবনে বাসকারী পাপের সাথে আমাদের সংগ্রাম থেমে যাবে, যদিও আমাদের উপর পাপের কোন আধিপত্য নেই।

১৫:৪-৬; রোমীয় ৬:১-১১; ৮:১-২; ১২:৩-৫; ১ করিন্থীয় ১:৩০-৩১; ৬:১৫-২০; ১০:১৬-১৭; ১২:২৭; ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১; গালাতীয় ৩:২৫-২৯; ইফিষীয় ১:৩-১০, ২২-২৩; ২:১-১৬; ৩:৬; ৪:১৫-১৬; ৫:২৩, ৩০; কলসীয় ১:১৮; ২:১৮-১৯ পদগুলোও দেখুন।

[২০] অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সন্ধি লাভ করেছি (রোমীয় ৫:১)। লূক ১৮:১৪; রোমীয় ৩:২৪; ৪:৫; ৫:১০; ৮:৩০; ১০:৪, ১০; ১ করিন্থীয় ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৫:১৯, ২১; গালাতীয় ২:১৬-১৭; ৩:১১, ২৪; ৫:৪; ইফিষীয় ১:৭; তীত ৩:৫,৬ পদগুলোও দেখুন।

[২১] ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদেরকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে

অনুচ্ছেদ ২২ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর ও তাঁর লোকেদের মধ্যেকার একমাত্র মধ্যস্থ। আমরা ঘোষনা করছি যীশু খ্রীষ্টের বিনম্রতা ও তাঁর মহিমান্বিত উভয় অবস্থানে ভাববাদী, যাজক ও রাজা হিসেবে তাঁর মধ্যস্থতার ভূমিকা রয়েছে। আমরা ঘোষণা করছি এই মধ্যস্থতার কর্মক্ষেত্র সম্পাদন করতে পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন যে উদ্দেশ্যে তিনি পিতা কর্তৃক আহুত হয়েছিলেন।[২২]

আমরা প্রত্যাখান করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অন্য কোন মাংসে-মূর্ত্তিমান ব্যক্তি ছিলেন বা থাকবেন, অথবা মুক্তির অন্য কোন মধ্যস্থ আছেন বা থাকবেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে একমাত্র যীশু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে পরিত্রাণ সম্ভব।

অনুচ্ছেদ ২৩ আমরা ঘোষণা করছি যে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী হিসেবে, যীশু খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য উভয়ই। আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তিনি নিজেতেই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহের পরিপূর্ণতা।[২৩]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্ট কখনো ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেছেন, বা তাঁর বিষয়ে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বা হবেন।

আশীর্বাদ করেছেন; কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদেরকে মনোনীত করেছিলেন, যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই (ইফিষীয় ১:৩-৪)। যোহন ১৭:১৭; প্রেরিত ২০:৩২; রোমীয় ৬:৫-৬, ১৪; ৮:১৩; ১ করিন্থীয় ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৭:১; গালাতীয় ৫:২৪; ইফিষীয় ৩:১৬-১৯; ৪:২৩-২৪; ফিলিপীয় ৩:১০; কলসীয় ১:১০-১১; ২ থিষলনীকীয় ২:১৩; ইব্রীয় ১২:১৪ পদগুলোও দেখুন।

[২২] কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন (১ তীমথিয় ২:৫)। প্রেরিত ৩৩:২৩-২৮; লূক ১:৩৩; যোহন ১:১-১৪; ১৪:৬; প্রেরিত ৩:২২; কলসীয় ১:১৫; ইব্রীয় ১:১-১৪; ৫:৫-৬;৯:১৫; ১২:২৪ পদগুলোও দেখুন।

[২৩] এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি, তোমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সেই কার্য করেছ, যেমন তোমাদের অধ্যক্ষেরাও করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে যে সকল কথা সমস্ত ভাববাদীদের মুখ দ্বারা পূর্বে জ্ঞাত করেছিলেন, সেই সকল এরূপে পূর্ণ করেছেন। অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়, যেন এরূপে প্রভুর সম্মুখ হতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। যাঁকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করে রাখবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলেছেন, যাঁরা পূরাকাল হতে হয়ে গিয়েছেন। মোশি ত বলেছিলেন, প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে আমার সদৃশ এক ভাববাদিকে উৎপন্ন করবেন, তিনি তোমাদেরকে যা যা বলবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁর কথা শুনবে (প্রেরিত ৩:১৭-২২)। মথি ২০:১৭; ২:৩; ২৬:৩১, ৩৪, ৬৪; মার্ক ১:১৪-১৫; লূক ৪:১৮-১৯, ২১; যোহন ১৩:৩৬; ২১:২২; ১ করিন্থীয় ১:২০; ইব্রীয় ১:২১; প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২৪ আমরা ঘোষণা করছি যে মল্কীষেদকের ধারায় যীশু খ্রীষ্ট আমাদের মহান মহা-যাজক, আমাদের পক্ষে স্বয়ং সিদ্ধ বলি হলেন এবং পিতার সাক্ষাতে আমাদের পক্ষে অবিরত সুপারিশ করছেন। আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট সর্বোচ্চ প্রায়শ্চিত্তের বলিদানের মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য উভয়ই।[২৪]

আমরা প্রত্যাখান করি যে, যীশু খ্রীষ্ট লেবীয় বংশের না হয়ে বরং যিহূদা বংশের হয়ে আমাদের যাজক হিসেবে পরিচর্যা-কাজের অযোগ্য। আমরা প্রত্যাখান করি যে এমনকি রক্তহীন উপায়ে, তিনি প্রভুর ভোজে প্রতিনিয়তই উৎসর্গের বলি ও যাজক হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে চলেছেন। আমরা প্রত্যাখান করি যে তিনি শুধুমাত্র স্বর্গে যাজক হয়েছিলেন কিন্তু পৃথিবীতে যাজক ছিলেন না।

অনুচ্ছেদ ২৫ আমরা ঘোষণা করছি যে রাজা হিসেবে, যীশু খ্রীষ্ট এখন ও চিরকাল সমস্ত পার্থিব ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার উপর সর্বোচ্চভাবে রাজত্ব করছেন।[২৫]

আমরা প্রত্যাখান করি যে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য এই জগতের সামান্য এক রাজনৈতিক রাজ্য মাত্র। আমরা প্রত্যাখান করি যে পার্থিব শাসনকর্তারা তাঁর কাছে দায়বদ্ধ নন।

---

[২৪] কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নি - এ ত প্রকৃত বিষয়গুলোর প্রতিরূপ মাত্র - কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করেছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন। আর মহাযাজক যেমন বছর বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে অনেক বার আপনাকে উৎসর্গ করবেন, তাও নয়; কেননা তা হলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার তাঁকে মৃত্যু ভোগ করতে হত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হয়েছেন। আর যেমন মানুষের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও অনেকের পাপভার তুলে নেবার জন্য একবার উৎসৃষ্ট হয়েছেন; তিনি দ্বিতীয় বার, বিনা পাপে, তাদেরকে দর্শন দেবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর অপেক্ষা করে (ইব্রীয় ৯:২৪-২৮)। যোহন ১:৩৬; ১৯:২৮-৩০; প্রেরিত ৮:৩২; ১ করিন্থীয় ৫:৭; ইব্রীয় ২:১৭-১৮; ৪:১৪-১৬; ৭:২৫; ১০:১২, ২৬; ১ পিতর ১:১৯; প্রকাশিত বাক্য ৫:৬, ৮, ১২-১৩; ৬:১, 16; ৭:৯-১০, ১৪, ১৭; ৮:১; ১২:১১; ১৩:৮; ১৫:৩ পদগুলোও দেখুন।

[২৫] কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে না রাখবেন, তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে (১ করিন্থীয় ১৫:২৫)। গীতসংহিতা ১১০; মথি ২৮:১৮-২০; লূক ১:৩২; ২:১১; প্রেরিত ২:২৫, ২৯, ৩৪; ৪:২৫; ১৩:২২, ৩৪, ৩৬; ১৫:১৬; রোমীয় ১:৩; ২ তীমথিয় ২:৮; ইব্রীয় ৪:৭; প্রকাশিত বাক্য ৩:৭; ৫:৫; ২২:১৬ পদগুলোও দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২৬ আমরা ঘোষণা করছি যে যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয়ী হয়েছেন, তিনি তাঁর রাজ্য পিতার হাতে তুলে দেবেন। আমরা ঘোষণা করছি যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে থাকবেন, এবং বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে সামনা-সামনি দেখবে, তাদেরকে তাঁর সাদৃশ্য-রূপ করা হবে, এবং চিরকাল তাঁর সান্নিধ্যই উপভোগ করবে।[২৬]

আমরা প্রত্যাখান করি যে শুধু-মাত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ছাড়া মানবতার জন্য অন্য কোনো প্রত্যাশা বা কোনো নাম বা কোন পথ আছে যাতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

---

[২৬] তৎপরে পরিণাম হবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করলে পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করবেন। কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে না রাখবেন, তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। কারণ তিনি সকলই বশীভূত করে তাঁর পদতলে রাখলেন। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সকলই বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁর বশীভূত করিলেন, তাঁকে বাদ দেয়া হল। আর সকলই তাঁর বশীভূত করা হলে পর পুত্র আপনিও তাঁর বশীভূত হবেন, যিনি সকলই তাঁহার বশে রেখেছিলেন; যেনেঈশ্বরই সর্বেসর্বা হন (১ করিন্থীয় ১৫:২৪-২৮)। যিশাইয় ৬৫:১৭; ৬৬:২২; ফিলিপীয় ২:৯-১১; ২ পিতর ৩:১৩; ১ যোহন ৩:২-৩; প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৫; ২২:১-৫ পদগুলোও দেখুন।

ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা

ব্যবহার্য পরামর্শ সহ

এক সময় সমুদয় জগৎ "যীশু খ্রীষ্টই প্রভু" এই একটি মাত্র স্বীকারোক্তির ধ্বনি তুলবে (ফিলিপীয় ২:১১)। ছোট এই বাক্যটি অর্থে পরিপূর্ণ। যীশুকে খ্রীষ্ট বলার অর্থ হল তিনি সেই "অভিষিক্ত জন"। এতে বলা হচ্ছে তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত ও দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত খ্রীষ্ট।

যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলার অর্থ হল তিনি সত্যিকার ঈশ্বর অর্থেই সত্যিকার ঈশ্বর। তাঁর মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া বিস্ময়ের এক বিস্ময়, এক আশ্চর্যজনক রহস্য। ঈশ্বর মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন। এমনকি তাঁকে যীশু বলা মানে তিনিই এক ও একমাত্র পরিত্রাতা। তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে জগতে এসেছিলেন (মথি ১:২১)।

"যীশু খ্রীষ্টই প্রভু" এক বিশ্বাস-সূত্র (ক্রিড)—বিশ্বাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। ল্যাটিন শব্দ credo থেকে ইংরেজি শব্দ creed এসেছে, যার অর্থ "আমি বিশ্বাস করি।" এই সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্র খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমরা যা যা বিশ্বাস করি তার ঘোষণা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন ১ তীমথিয় ৩:১৬ পদও একটি বিশ্বাস-সূত্র হতে পারে। এর পক্ষে দু'টো কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, পৌল "ভক্তির নিগূঢ়-তত্ত্ব মহৎ, এটি সর্বসম্মত" কথা দ্বারা শুরু করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই পদের বাক্যাংশগুলো ছন্দময় এবং কাব্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বাক্যাংশগুলো মাংসে-মূর্ত্তিমান খ্রীষ্ট সম্পর্কে সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে:

> যিনি মাংসে প্রকাশিত হলেন,
> আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন,
> দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন,
> জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হলেন,
> জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হলেন,
> সপ্রতাপে ঊর্ধ্বে নীত হলেন। (১ তীমথিয় ৩:১৬)

বাইবেল-ভিত্তিক বর্ণনার এই রীতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক যুগের মণ্ডলী যখন পরিষদ গঠন করে এবং বিশ্বাস-সূত্র তৈরি করে, তখন তারা বিশ্বাস প্রকাশের কোনো নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করেনি। বরং তারা বাইবেল-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছিল।

যখনই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিত, প্রাথমিক মণ্ডলী তখন পদক্ষেপ নিত। অধিকন্তু, অনেকে মনে করে যে উপাসনাগত প্রয়োজন, অথবা খাঁটি উপাসনার আকাঙ্খাও মণ্ডলীকে বিশ্বাস-সূত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এটি বিশেষ করে খ্রীষ্ট সম্পর্কে মতবাদের ক্ষেত্রে সত্য। যীশুর ব্যক্তি ও কাজের অন্তঃসারগত সত্যতা শতাব্দী শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টানত্বের সংজ্ঞা-দানকারী মান হিসেবে চলে আসছে।

নতুন নিয়মের লেখকগণ নিজেরাই খ্রীষ্টের পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীতে, বিভিন্ন দল খ্রীষ্টের সত্যিকার মানবত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। দকেয়বাদী নামক একটি দল দাবি করেছিল যে যীশুকে কেবল মানুষ প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যান্য ধর্মবিরুদ্ধ মত, যেমন আরিয়বাদ খ্রীষ্টের সত্যিকার ঈশ্বরত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই ধর্মবিরুদ্ধ মত দাবি করেছিল যে তিনি পিতা ঈশ্বরের চেয়ে কম কেউ ছিলেন। পরবর্তী দলগুলো এ তুলে ধরতে ভুল করেছিল যে যীশুর দু'টো স্বভাব, তাঁর সত্যিকার মানবত্ব ও সত্যিকার ঈশ্বরত্ব, তাঁর একক ব্যক্তিতে এক। বিভিন্ন পরিষদ আহবান করে ও বিশ্বাস-সূত্র লেখার মাধ্যমে প্রাথমিক মণ্ডলী এসব চ্যালেঞ্জগুলো ও ভ্রান্তিগুলোর উত্তর দিয়েছিল যেগুলো খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় সত্যতা বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষাকে সংক্ষেপিত করেছিল। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো মূল্যবান সম্পদ, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরীত হয়েছে। তাই আজ, আমাদের কাছে প্রৈরিতীক বিশ্বাস-সূত্র, নাইসীয় বিশ্বাস-সূত্র, এবং স্যালসেডোনীয় রূপরেখা (Chalcedonian Definition) রয়েছে। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো সীমা চিহ্নিত করে, মূলধারা ও ধর্মভ্রষ্টতার মধ্যে স্পষ্ট রেখা এঁকে দেয়।

এই বিশ্বাস-সূত্রগুলোই মণ্ডলীকে দৃঢ় করতে কাজ করেছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহশীল ও পরিচালনাকারী ক্ষমতা দ্বারা, সুসমাচার বিশ্বস্তভাবে ঘোষণা করতে খ্রীষ্টানদের পথ-প্রদর্শন করেছে। সেগুলোর স্থায়ী মূল্যের সাক্ষ্য হিসেবে সেগুলো আজও উচ্চারিত হয়। সেগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খ্রীষ্ট আমাদের ধর্মতত্ত্ব ও আমাদের উপাসনার কেন্দ্রে রয়েছেন। এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো "পবিত্রগণের কাছে একেবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করতে" মণ্ডলীকে আহবান করে (যিহূদা ১:৩)।

তবুও, এই বিশ্বাস-সূত্রগুলো খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় মাত্র। সেগুলো সুসমাচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে না। সংস্কার-যুগের সময়ে দৃশ্যমান মণ্ডলীতে সত্যিকারের বিভাজন ঘটেছিল। খ্রীষ্টের কাজ এতে প্রধান ইস্যু ছিল। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদ ছিল বিরোধের কেন্দ্রে যা সংস্কার-আন্দোলনকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। এখানেই মণ্ডলী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রোমান ক্যাথলিকবাদ ধারায় বিভক্ত হয়। প্রোটেস্ট্যান্টবাদ শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতার মতবাদ ঘোষণা করে (sola fide), অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিকবাদ, কাউন্সিল অব ট্রেন্ট-এর রায় অনুসরণ করে, শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতা মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে, পরিবর্তে বিশ্বাস ও সৎকর্মের সম্মিলিত ফল হিসেবে ন্যায্যতা মতবাদকে বেছে নেয়। সংস্কার-আন্দোলন আরেকটি ইস্যুতেও পার্থক্য প্রকাশ করে, তা হচ্ছে, তাঁর মণ্ডলীর উপরে, এবং প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত কিছুর উপরে যীশু খ্রীষ্টের সর্বোচ্চ ও একক কর্তৃত্ব।

একসাথে বলতে হয়, প্রাথমিক মণ্ডলীর সর্ব-ঐক্যের এসব বিশ্বাস-সূত্রগুলো এবং সংস্কার-আন্দোলনের এসব মূলমন্ত্রগুলো বাইবেল-ভিত্তিক বিশ্বস্ত সুসমাচার ঘোষণায় মণ্ডলীর জন্য পথ-নির্দেশিকা তৈরি করেছিল। বিশ্বাস-সূত্র ও সংস্কার-আন্দোলনের বিভিন্ন স্বীকারোক্তি ও ক্যাটেকিজমগুলো (প্রশ্নোত্তর-মালা) বিশ্বাসের সার-সংক্ষেপ প্রদান করে এবং বিশ্বাস ও সুসমাচারের স্পষ্টতা আনে।

বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন: খ্রীষ্ট-তত্ত্ব সম্পর্কিত লিগনিয়্যার বিশ্বাস-সূত্র, এই প্রজন্মের এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে, পরবর্তী প্রজন্মের মণ্ডলীর কাছে—খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি তুলে দেয়ার বিনম্র প্রচেষ্টা, যা অতীতে সর্ব-ঐক্যের বিশ্বাস-সূত্রগুলো ও সংস্কার-আন্দোলন কালীন ধর্মতত্ত্ব উভয়ের মত সমৃদ্ধ সম্পদ থেকে আনীত। হয়তো এই বিবৃতি এবং এর সাথে সংযুক্ত ঘোষণা ও প্রত্যাখানের ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ খ্রীষ্ট-তত্ত্বের মত জটিল বিষয়ে আরও আলোচনা ও আলোকপাতের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। হয়তো এই বিবৃতিটি নিজেই মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উপকারী প্রমাণ করতে পারে। এই বিবৃতিকে সাধারণের আবৃত্তির উপযোগী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা চাই এই বিশ্বাস-সূত্রটির মুখোমুখি হওয়া প্রত্যেকেই জানুক যে "যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।"

বিবৃতি

বিবৃতিটি ছয়টি স্তবক বা অংশে রচিত হয়েছে। প্রথমটি স্বীকার করা ও আনন্দ করা: এ দু'টো প্রধান ক্রিয়াপদ দিয়ে মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রের পাতায় পাতায় নিজেকে ও তাঁর ইচ্ছা উভয়ই প্রকাশ করেছেন। তথাপি, এখনও "গোপন বিষয়গুলো" আছে যা একমাত্র তাঁরই অধীন (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। ধর্মতত্ত্বের কাজে আমাদের সর্বদা আমাদের সীমাবদ্ধতা মনে রাখতে হবে। তাই আমরা সুসমাচারের রহস্য ও বিস্ময় স্বীকার করেই শুরু করি। এই বিবৃতির প্রাথমিক দৃষ্টি মাংসে মূর্ত্তিমান হওয়ার দিকে, যাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে "বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হলেন" বাক্যাংশ দিয়ে সংজ্ঞায়িত করি। খ্রীষ্টের ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে খ্রীষ্টের কাজের দিকে নিয়ে যায়, তাই আমরা সম্মিলিতভাবে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের কাজে আনন্দ করি।

দ্বিতীয় স্তবকটি খ্রীষ্টের সত্যিকার ঈশ্বরত্বে জোর দেয়, তাঁকে মহান ত্রিত্ব-ঈশ্বরের ব্যক্তিদের মধ্যে সমানভাবে অবস্থান রূপে দেখে। এই স্তবকটি স্যালসেডোনীয় রূপরেখা থেকে স্যালসেডোনীয় সূত্রের পুনরাবৃত্তি দিয়ে শেষ হয়। মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া থেকে, খ্রীষ্ট এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টো স্বভাব-বিশিষ্ট ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন।

মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা তৃতীয় স্তবকের মূল বিষয়, খ্রীষ্টের সত্যিকার মানবত্বে জোর দেয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইম্মানুয়েল,

মানে "আমাদের সহিত ঈশ্বর" (মথি ১:২৩)। এখানে আমরা তাঁর মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও দ্বিতীয় আগমনকে স্বীকার করি। এগুলো মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়ার ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

মাংসে-মূর্ত্তিমান বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক সত্যতাগুলো চতুর্থ বিভাগে দেখা যায়, যেগুলো সংস্কার-আন্দোলনের সময় থেকে পুনরুদ্ধারকৃত সত্যতার ভিত্তিতে রচিত। আমাদের জন্য, যীশু সিদ্ধভাবে বাধ্য ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা পালন করলেন (সক্রিয় বাধ্যতা) এবং ব্যবস্থার শাস্তির মূল্য (নিষ্ক্রিয় বাধ্যতা) পরিশোধ করেছেন। তিনি ছিলেন নিদাগ মেষশাবক, আমাদের পক্ষে যিনি বিকল্প প্রায়শ্চিত্ত হলেন। তিনি সমস্ত মানবজাতির সামনে আসা পবিত্র ঈশ্বরের ক্রোধের মত সবচে' জরুরী সমস্যার সমাধান করেছেন। আরোপণের মতবাদ ঘোষণা দিয়ে এই স্তবকের সমাপ্তি হয়। আমাদের পাপগুলো খ্রীষ্টের কাছে আরোপিত বা তাঁর হিসেবে গণিত হয়েছে, আর তাঁর ধার্মিকতা আমাদের কাছে আরোপিত হয়েছে। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য একক ও অনন্য হিসেবে যা করেছেন, তার জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে। আমরা তাঁর ধার্মিকতা পরিহিত হয়েছি।

খ্রীষ্টের ত্রিমূখী কর্মক্ষেত্র (munus triplex) এক সাহায্যকারী ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো যা সংক্ষিপ্তভাবে খ্রীষ্টের কাজ প্রকাশ করে। ভাববাদী, যাজক ও রাজা, পুরাতন নিয়মে এ তিনটি কর্মক্ষেত্রের আলাদা আলাদা মধ্যস্থতামূলক ভূমিকা ছিল। যীশু তাঁর এক ব্যক্তিতে এই তিনটি একত্রিত করেন, এবং প্রত্যেকটি তিনি সিদ্ধভাবে চর্চা করেন। এখানে আমরা কেবল ক্রুশের উপর অতীতে খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের প্রতিফলন দেখাই নি, বরং পিতার দক্ষিণ পাশে আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর বর্তমান কাজ নিয়েও আলোকপাত করেছি।

সমাপনী স্তবকটি সেই একক সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তিকে নিশ্চিত করে: যীশু খ্রীষ্ট প্রভু। সমস্ত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বরের বন্দনা-গীত, বা উপাসনার দিকে চালিত করে। শেষের দিকে বিবৃতিটি প্রশংসা করার মত প্রধান ক্রিয়া দিয়ে শেষ হয়। এখন খ্রীষ্টের উপাসনা করে, আমরা আমাদের অনন্তকালীন কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ঘোষণা ও প্রত্যাখানের ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ

এই বিবৃতির বাক্যাংশগুলো খ্রীষ্ট-তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রবেশ-দ্বার, যা খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের উপর শাস্ত্রের শিক্ষার সমৃদ্ধি অন্বেষণকে আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের আরও পথ-প্রদর্শনের জন্য, ঘোষণা ও প্রত্যাখানের ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে, প্রতিটিতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। একটি প্রধান টেক্সট প্রতিটির জন্য লেখা হয়েছে, তবে অন্যান্য সহায়ক টেক্সটগুলোও দেয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের প্রসঙ্গে

বাইবেলের শিক্ষার সীমারেখা টেনে দেয়।

অনুচ্ছেদ ১ মাংসে-মূর্ত্তিমান হওয়া ঘোষণা করে, মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ২ খ্রীষ্টের সত্যিকার ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করে, এবং অনুচ্ছেদ ৩-৫ বাইবেলের এক-ব্যক্তি, দ্বি-স্বভাবসম্পন্ন খ্রীষ্ট-তত্ত্ব তুলে ধরে। অনুচ্ছেদ ৬-৯ খ্রীষ্টের সত্যিকার মানবত্ব উন্মোচন করে। অনুচ্ছেদ ১০-২৬ খ্রীষ্টের ব্যক্তি থেকে খ্রীষ্টের কাজের দিকে নিয়ে যায়। এগুলো পরিত্রাণের মতবাদগুলোর নিশ্চয়তা দিয়ে শুরু হয় এবং খ্রীষ্টের ত্রি-মূখী কর্মক্ষেত্র চিত্রিত করে শেষ হয়।

প্রত্যাখানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সহনশীলতার যুগে কোনো বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করা অভদ্রতা, কিন্তু ঘোষণা ও প্রত্যাখানের অনুচ্ছেদগুলো কোনো অহংকারী অনুমানের অনুশীলন নয়। বরঞ্চ, মণ্ডলীকে বাইবেলের শিক্ষার নিরাপদ ও সমৃদ্ধ সীমার মধ্যে থাকতে সাহায্য করার আশায় দেয়া হয়েছে। ২ যোহন ৯ ঘোষণা করে, "যে কেউ অগ্রে চলে, এবং খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকে, সে ঈশ্বরকে পায় নি।" এটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষার আগে যাওয়া বা ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত খ্রীষ্ট-তত্ত্বের নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়া বুঝায়। যখন ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ বিবৃতিটির বিভিন্ন লাইনের ব্যাখ্যা দেয়, তখন অনুচ্ছেদগুলো নিজেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বাইবেলের গভীর শিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ নতুন আরেকটি বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথার্থই প্রশ্ন করতে পারেন। এটি ভাল প্রশ্ন। সেই লক্ষ্যে, আমরা এই বিবৃতির তিনটি কারণ পেশ করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি প্রাচীন ও বর্তমান উভয় সময়কার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বর্তমান মণ্ডলীর উপাসনা ও শিক্ষার কাজে সহায়ক হবে। আমরা আরও বিশ্বাস করি, যারা সুসমাচারের সেবা-কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্য পরিচর্যা-কাজে অন্যান্য সত্যিকার অংশীদারদের স্বীকৃতি প্রদানে সাহায্য করবে। অবশেষে, আমরা অনুভব করি যে মণ্ডলীর জন্য চ্যালেঞ্জিং সময় দিগন্তে দৃশ্যমান, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিবৃতিটি আমাদের সকলকে সুসমাচারের সারমর্ম মনে করিয়ে দেবে—যাতে রয়েছে এর সৌন্দর্য, এর আবশ্যকীয়তা ও এর জরুরী দিক। নীচের কারণগুলোর প্রতিটি বিবেচনা করুন:

উপাসনা ও শুদ্ধির জন্য

লিগনিয়্যার বিনীতভাবে মণ্ডলীর জন্য এই বিবৃতি পেশ করছে। প্রথম শতাব্দী থেকে, খ্রীষ্টানরা মণ্ডলীর উপাসনায় বিশ্বাস-সূত্র ব্যবহার করে আসছে। এই বিশ্বাস-সূত্রটি একই উদ্দেশ্যে কাজ করবে, এই প্রত্যাশা করি। বাইবেলের শিক্ষার বিশাল দিগন্ত অনুসন্ধান করার জন্য বিশ্বাস-সূত্র শিক্ষাদানে সহায়ক মাধ্যম হতে পারে। এও আশা করা যায়, এই বিবৃতিটি ও ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ বাইবেলের আরও অধিকতর অন্বেষণ ও প্রতিফলনের জন্য একটি নির্দেশিকা

হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে মতবাদ মণ্ডলীর পরিচিতি ও আত্মিক সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। মণ্ডলীর প্রতিটি প্রজন্মকে খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে মূলধারার শিক্ষা নতুন করে অধ্যয়ন ও ঘোষণা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, বিবৃতিটি এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করতে পারে।

সুসমাচারের সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য

বিশ্বজুড়ে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মণ্ডলী, সংগঠন ও আন্দোলনের সংখ্যা বাড়ছে – এর অনেকগুলো সুসমাচারকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। মাঝে মাঝে সুস্থ অংশীদারিত্ব ও সহযোগীদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়। হয়তো এই বিবৃতিটি খ্রীষ্টেতে সহ ভ্রাতা-ভগ্নিদের সনাক্ত করতে এবং সুসমাচারের জন্য সাধারণ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে কাজ করতে পারে।

ঠিক এমন এক সময়ের জন্য

অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি টাউনে সাক্ষ্যমরদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে, যেগুলো থমাস ক্র্যানমার, নিকোলাস রিডলি ও হিউ ল্যাটিমারের মতো ব্রিটেনের অসংখ্য সংস্কারকদের আত্মত্যাগের স্মরণার্থে নির্মিত। এই সৌধগুলো তাদের সম্পর্কে তুলে ধরে যে, তারা তাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলার জন্য সঁপে দিয়েছিলেন, এগুলো পবিত্র সত্যের সাক্ষ্য বহনকারী, যে সত্য তারা রোমের মণ্ডলীর ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন ও ধারণ করেছিলেন, এবং তারা আনন্দ করেছেন যে, খ্রীষ্টেতে সত্য কেবল বিশ্বাস করলেই হবে না, কিন্তু তাঁর কারণে যাতনাও ভোগ করতে হবে।

তারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের পবিত্র সত্যে বিশ্বাস করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ও ধারণ করেছিলেন। এই সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য, তারা এগুলো ঘোষণা করেছেন, এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমনকি সেগুলোর জন্য যাতনা-ভোগ করেছিলেন। বহু শতাব্দী ধরে, এই সংস্কারকদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়েছেন। আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ মণ্ডলী ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। এটি কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস আনার জন্য, কষ্ট ভোগ করার জন্য আহবান করা হতে পারে। অপ্রস্তুত থাকাটাই হবে অবিজ্ঞতাপ্রসূত, এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অপ্রস্তুত রাখাটাও অবিজ্ঞতাপ্রসূত কাজ।

আসলে, খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কিত এই সত্যগুলো বিশ্বাস, ঘোষণা, ধারণ করার যোগ্য এবং যাতনা-ভোগ করার যোগ্য। খ্রীষ্টেতেই জীবন।

খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছিল যখন সকল জনতাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল, এবং তাঁর সাথে কেবল তাঁর শিষ্য-দল ছিল। তারাও তাঁকে পরিত্যাগ করবেন কিনা তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পিতর

দলের পক্ষে বলেছিলেন: "প্রভু, কার কাছে যাব? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে; আর আমরা বিশ্বাস করেছি এবং জ্ঞাত হয়েছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন" (যোহন ৬:৬৮-৬৯)। এর কিছু সময় পরেই, বারোজনের মধ্যে একজনের সন্দেহ হয়েছিল। যীশুকে ক্রুশে হত করা হয়েছিল এবং কবর দেয়া হয়েছিল। তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষিও ছিল, কিন্তু থোমা সন্দেহ করেছিলেন। তারপর যীশু থোমার কাছে দেখা দিলেন। তিনি খ্রীষ্টের ক্ষতগুলো স্পর্শ করেছিলেন, যে ক্ষতগুলো তিনি আমাদেরই পাপের জন্য সহ্য করেছিলেন। থোমা স্বীকার করলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" (যোহন ২০:২৮)।

এতেই আমাদের বিশ্বাস। এতেই আমাদের স্বীকারোক্তি।